তারিখ ... 04 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ...২০ কলাম ...৫ ......

যুগান্তর

জবি ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল জালিয়াতি

ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল হোতারা

জবি প্রতিনিধি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ১ম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল জালিয়াতির মূল হোতারা রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিভিন্ন ইউনিটে জালিয়াতির ঘটনায় দু'চারজন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী আটক হলেও যারা তাদের এই কাজে উৎসাহিত করেছে তাদের বেশিরভাগই শাস্তির আওতায় আসেনি। মূল হোতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির না থাকায় জালিয়াতি রোধে বিশ্ববিদ্যালয় নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা কাজে আসছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত রেকর্ড অনুসন্ধান করে দেখা যায়, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ১ম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে ১৬ জন, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ৩ শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। সর্বশেষ চলতি শিক্ষাবর্ষের (২০১৬-১৭) ভর্তি পরীক্ষায় 'এ' ইউনিটে জালিয়াতির অভিযোগে ২ পরীক্ষার্থী, ১ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং সেন্টারের পরিচালক (কনফিডেন্স-জবি ক্যাম্পাস সংলগ্ন) এবং ১ জালিয়াত চক্রের সদস্যকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাজা দেয়া হয়। 'ডি' ইউনিটের পরীক্ষায় জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া ৫ শিক্ষার্থীকে আটক করা হলেও শাস্তি দিতে অপারগতা প্রকাশ করে ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরে তাদের সূত্রাপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া শিক্ষার্থীদের দেয়া তথ্য মতে, প্রতিটি ইউনিটে ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল হোতারা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভর্তি পরীক্ষায় কয়েকটি ধাপে জালিয়াতির পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এসব ধাপে বিভিন্ন সময় বিপথগামী কিছু শিক্ষক, ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের একটি অংশ এবং যেসব কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়, সেই কেন্দ্রগুলোর শিক্ষকদের একটি অংশ এবং কর্মচারীদের নাম উঠে আসে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া শিক্ষার্থীরা আটক হলেও অন্যরা থেকে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

তবে 'ডি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির দায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের এক প্রভাষক এবং একই বিভাগের এক কর্মচারী হাতেনাতে ধরা পড়েন। দেওয়ান বদরুল হাসান নামের ওই শিক্ষক ও কর্মচারী মো. এমদাদুল হককে এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে যুগান্তরকে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশক্রমে পরবর্তীতে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তবে এর বাইরে আটক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তথ্য নিয়ে জালিয়াত চক্রকে ধরতে বড় কোনো সফলতা দেখাতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ফলে প্রতি বছর প্রশ্নপত্র প্রণয়নে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও একাধিক প্রশ্ন সেট তৈরি করলেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা রোধ করতে পারছে না প্রশাসন। প্রভাবশালী চক্রের চাতুরতা এবং প্রশাসনের ঔদাসিন্যের ফলেই এমনটি হচ্ছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। ফলে প্রতি বছরই বাড়ছে জালিয়াতির ঘটনা।

সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স, একাউন্টিং, ম্যানেজমেন্ট, সমাজকর্ম, ভূগোল ও ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকদের একটি অংশ জালিয়াতির ঘটনায় জড়িত। ম্যানেজমেন্টের এক শিক্ষক হাতেনাতে ধরা পড়লেও বাকিরা রয়ে গেছেন আলোচনার বাইরে। ধারণা করা হচ্ছে— জালিয়াতি করেও ধরা না পড়ায় ভবিষ্যতেও তারা একই কাজে উৎসাহিত হতে পারেন।

এদিকে প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের তথ্যানুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে প্রশাসন। ওই তদন্ত কমিটির সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হেলেনা ফেরদৌসী যুগান্তরকে বলেন, তদন্ত চলছে। এরই মধ্যে তদন্ত কাজের বেশ অগ্রগতি হয়েছে। আশা করি দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত সম্পন্ন হবে।

এ বিষয়ে জবির ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, আমরা ভর্তি জালিয়াতি রোধে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করছি। তারপরও কিছু অসাধু শিক্ষক প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘৃণ্য কাজ করছে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আশা করি চক্রের মূল হোতারাও তদন্তের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে।